ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

বর্ষ : ১৭ সংখ্যা : ৬৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০২১

ইসলামী আইন ও বিচার

Journal of Islamic Law and Justice

مجلة القانون والقضاء الإسلامي

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

Google Scholar IOI JOURNALS MASTER LIST ROAD

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৭ সংখ্যা : ৬৭

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০২১

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

কম্পোজ : ল' রিসার্চ সেন্টার

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান
সহযোগী অধ্যাপক, এইচডব্লিউএস স্কুল অব বিজনেস
বুয়েনা ভিস্তা বিশ্ববিদ্যালয়, স্টার্মলেক, যুক্তরাষ্ট্র

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার : শরী'আহ্ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৯
ইমদাদুল হক

ধর্মীয় আইনে ধর্ষণের শাস্তি : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা ৪৩
মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
নাজমুল ইসলাম

হাযানাহ্ ও প্রচলিত আইনে বিচ্ছেদ পরবর্তী সন্তানের প্রতিপালন : একটি পর্যালোচনা ৮১
রবিউল হক

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার ১০৭
মোঃ মুছা

সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় : নোয়াখালী জেলার ওপর একটি সমীক্ষা ১৩৩
মারজাহান আক্তার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৬৭তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

সমাজ হলো ইবাদাতের ক্ষেত্র। মানুষের মধ্যে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতভিত্তিক আকীদার পর সামাজিক আচরণের স্থান। কুরআন ও হাদীসের এক বিরাট অংশে ইসলামের সামাজিক বিধিবিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেসব বিধিবিধানের ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থা ইসলামী জীবনদর্শনের নির্দেশনা এবং ঐক্য, সংহতি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য, সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত। ইসলামী সমাজে মানুষের জীবন-সম্পদ, ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে মানুষের সম্ভ্রম রক্ষা ও বংশধারা সংরক্ষণের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে যিনা-ব্যভিচারসহ সব ধরনের অবৈধ যৌনাচার। ইসলামে যিনা হারাম করার মাধ্যমে জারজ সন্তান জন্মদানের পথসমূহ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তারপরেও কিছু সংখ্যক নর-নারীর অবৈধ যৌনমিলনের ফলে ব্যভিচারজাত সন্তান জন্ম লাভ করছে। এসব সন্তান সমাজে ঘৃণিত হওয়ায় সাধারণত গর্ভধারণ বা প্রসবের সাথে সাথে তাকে হত্যা করা হয়। অথচ অবৈধ গর্ভজাত সন্তানেরও পৃথিবীতে জন্মলাভ ও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। "ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার: শারী'আহ্ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলাম ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, পরিচয়, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান এবং উত্তরাধিকারসহ সার্বিক যে অধিকার সংরক্ষণ করেছে তার আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামের সামাজিক আচরণ ও বিধি-নিষেধ পরিপালন না করায় সমাজে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে ধর্ষণ অন্যতম। ধর্ষণ নারীর প্রতি সহিংসতার এক ভয়াবহ রূপ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই নারী ধর্ষণের শিকার হয়ে আসছে। উন্নত-অনুন্নত পৃথিবীর সব দেশেই নারীকে ধর্ষণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীরা বাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তা-ঘাট, কর্মস্থল, সর্বত্র আক্রান্ত হচ্ছে। তিন বছরের শিশু থেকে শুরু করে আশি বছর বয়সী বৃদ্ধাও ধর্ষকামীদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অথচ বিশ্বের সকল ধর্মেই ধর্ষণ নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। "ধর্মীয় আইনে ধর্ষণের শাস্তি : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ধর্ষণ বিষয়ে বিশ্বের প্রধান প্রধান

ধর্মের বিধান উল্লেখপূর্বক সেগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এবং সমাজকে ধর্ষণমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে।

ইসলামের সামাজিক আচরণ ও বিধি-নিষেধ পরিপালন না করার কুপ্রভাব স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কেও বিস্তৃত হয়েছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানা সমস্যার, এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদের। বিবাহ বিচ্ছেদে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুসন্তান। অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তাদের ভবিষ্যত। তাদের লালনপালনের দায়িত্ব নিয়ে টানাপোড়ন সৃষ্টি হয়। অথচ ইসলামের পারিবারিক আইন ও প্রচলিত আইনে বর্ণিত সন্তান প্রতিপালনের বিধান বাস্তবায়িত হলে এ ধরনের সন্তানের বিকাশ ও বেড়ে ওঠা সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে। "হাযানাহ ও প্রচলিত আইনে বিচ্ছেদ পরবর্তী সন্তানের প্রতিপালন : একটি পর্যালোচনা" প্রবন্ধে ইসলাম ও প্রচলিত আইনের আলোকে সন্তান প্রতিপালনের দিকনির্দেশনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ইসলামী ও প্রচলিত আইনের পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানকল্পে কিছু প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

ইসলামী সমাজে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্ধারিত। এরই ধারাবাহিকতায় এ সমাজে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারও নির্ধারিত। তাদের অধিকারের মধ্যে ধর্মীয় অধিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ধর্ম মানুষের আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি ধর্মীয় অধিকারের অনুভূতি মানবহৃদয়ে প্রবলভাবে কার্যকর। শুধু তাই নয় বরং তা ক্ষেত্রবিশেষ ধর্মপ্রাণ মানুষের নিকট মৌলিক অধিকারের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় অধিকারের বিষয়টি মানুষের নিকট স্পর্শকাতর বলেই ধর্মের জন্য মানুষ নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করে না। ইসলাম মানুষের এ মৌলিক দিকটি গুরুত্ব প্রদান করে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেছে। "ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা, ইসলামের বিধি-বিধান ও প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামী সমাজ সুদৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। নৈতিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে সে ভিত্তি গড়ে ওঠে। মূল্যবোধ এমন এক আদর্শ যা মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে বাস করতে গিয়ে যা করা উচিত আর যা করা উচিত নয় বলে ব্যক্তির মধ্যে যে বোধ জাগ্রত হয় সেই বোধই মূল্যবোধ। পক্ষান্তরে নৈতিকতা বলতে কিছু মূলনীতি ও মানদণ্ডকে বোঝায়, যা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন করে ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এসব মূলনীতি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম মানবজীবনে নৈতিকতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় নৈতিকতা ও ইতিবাচক মূল্যবোধ কুরআন ও সুন্নাহ্য় প্রাধান্য পেয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পষ্ট বক্তব্যসমূহ থেকে নৈতিকতা ও ইতিবাচক মূল্যবোধ প্রসঙ্গে ইসলামি দর্শন ও শিক্ষা অনুধাবন করা যায়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব ও ইসলাম চর্চায় অনীহাসহ বিভিন্ন কারণে দিন দিন সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সাধিত হচ্ছে। বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে সাধারণীকরণের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে "সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় : নোয়াখালী জেলার ওপর একটি সমীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে।

এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মতো এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক